বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শক্তিবাদ

শক্তিবাদ প্রবর্তক
স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

আনুমানিক ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ

(১) না করিব অন্যদেবের নিন্দন বন্দন
না করিব অন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণ। (নরোত্তম দাস)

(২) বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। গল্পটির মর্ম্ম বুঝিলে আধুনিক ও বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবদের মনস্তত্ত্ব বোঝা যায়।

এক বৈষ্ণব ঠাকুর নিজের বৈষ্ণবীকে সঙ্গে লইয়া গন্তব্যস্থানের দিকে চলিতে ছিলেন, দুর্গাপুরের পথ ধরিয়া। পথে বৈষ্ণবঠাকুর ধনলোভী ডাকাতদের হাতে নিহত হন। তাহারা তাঁহার ধন কাড়িয়া লয়। বৈষ্ণবী গৃহে ফিরিয়া আসিল এবং সকলকে বলিল :-

ওগো শোন - ''হাতীশুঁড়ের মার পুরে। (দুর্গাপুরে)
ত্রিফলিঙ্গ গাছের গোড়ে।
গোঁসাইরে বানাইয়া থুইছে
গা দিয়া কস পড়ছে॥''

শক্তিবাদ ভাষ্য

বৈষ্ণবরা গণেশের নাম নিবেন না। কারণ দন্তাঘাতে অসুরনাশের কথা গণেশমূর্ত্তিতে রহিয়াছে। দুর্গা মানে গণেশের মা, তাঁহার নাম বৈষ্ণবরা লইবেন না। কারণ তিনি একজন শক্তিবাদী দেবতা। দুর্গা নামের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবরা গণেশের নামও বলিবেন না। গণেশের নাম তাঁহাদের মতে হাতিশুঁড়। তাঁহারা ''কাটিয়া ফেলা'' বলিবেন না। কারণ ''কাটা'' হইতেছে শক্তিবাদমূলক শব্দ। তরকারী কাটাকেও তাঁহারা তরকারী বানান বলেন। বেল পাতার নামও তাঁহারা লইবেন না। কারণ বেলপাতায় শিব শক্তির পূজা হয়। তাহারা ''রক্ত'' কথা বলিবে না। এইজন্য বৈষ্ণবী রক্ত স্থানে কষ বলিল। বৈষ্ণবরা অনেক বিষয়ে শাস্ত্রের নীতিও লঙ্ঘন করে। আমি আবদুল্লাপুর হাইস্কুলে পড়িতাম। সেই গ্রামে ঈশ্বর মণ্ডল নামে এক বিরাট ধনবানের বাড়ী ছিল। সেই পরিবারের এক ছাত্র আমার সঙ্গে পড়িত। সেই পরিবারের পুরোহিতও আমাদের বাড়ীর পুরোহিত ছিলেন। তাহারা বিপুল ধনবান হইলেও জায়গা জমির ব্যাপারে আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ রাখিতে হইত। তাহাদের বাড়ীতে নিত্য নারায়ণ পূজা হইত। এবং অত্যন্ত জাঁকজমকে দুর্গাপূজা হইত। পুরোহিত আমাকে বলিলেন, ''তাহাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা করা যায় না।'' তাহারা বিষ্ণুমন্দিরে নিবেদিত নৈবেদ্যগুলি দুর্গাপূজার মণ্ডপে আনিয়া দুর্গামাকে নিবেদন করিতে বলিতেন। তাহাদের মতে বিষ্ণুপূজার প্রসাদেই দুর্গাপূজা করা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ, আমি বলিলাম ''নৈবেদ্যদানের ইহাই শাস্ত্রীয় নিয়ম যে নৈবেদ্যকে তিনবার পূজা করিতে হয়; অর্থাৎ নৈবেদ্যের স্থূলরূপ, সূক্ষ্মরূপ এবং নৈবেদ্যের কারণরূপ আছে। সাধককে ইহাদের তত্ত্ব বুঝিতে হয়। নৈবেদ্যের অধিপতি দেবতা আছেন। তাঁহারও পূজা করিতে হয়। নৈবেদ্যের অধিপতি ''বিষ্ণু''। জলের অধিপতি ''বরুণ''। বস্ত্রের অধিপতি 'বৃহস্পতি'। মাল্যের অধিপতি

'দুর্গা'। মাল্যটিতে দুর্গার পূজা করিয়া তবে মালাটি দান করা হয়। নৈবেদ্য দানরূপ যে কর্ম্ম তাহারও পূজা হয়। ইহার পর দ্রব্যটি দেবতা বা ঈশ্বরকে দান করিতে হয়। ইহারই নাম ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ইত্যাদি। (দ্রঃ গীতা) অর্থাৎ নৈবেদ্যটি ব্রহ্মস্বরূপ, দাতা ব্রহ্মস্বরূপ, দানরূপ কার্যটি ব্রহ্মস্বরূপ। এইভাবে প্রত্যেকটি দাতব্যকে দান কালে সাধককে ব্রহ্মানুভূতির স্তরগুলি স্তরে স্তরে আয়ত্ত করিতে হয়। মণ্ডলরা বিদ্বান লোক তাঁহারা কি ইহা জানেন না? তাঁহারা কি দুর্গার নিকট নিবেদিত মালাটি আনিয়া বিষ্ণুর গলায় দান করিবেন?''

যাহা হউক অনেক ব্যাপারেই বাংলার নবীন বৈষ্ণবদের দৃষ্টিকোণ একটু বিচিত্র রকমের। তাহারা হরেকৃষ্ণ নামগান করে, কিন্তু ইহার শাস্ত্রসম্মত অর্থকে উপেক্ষা করে। তাঁহারা শ্রীরাধিকাকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবী লক্ষ্মী মানেন, কিন্তু রাধারাণীর জীবন কথা মানিতে চান না।

রাধারাণীর যখন দুই বৎসর বয়স তখন হইতে তিনি শিবলিঙ্গ পূজা ও কালীপূজা করিতেন। কালীপূজা যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির পূজা এ বিষয়ে শক্তিবাদ গ্রন্থাবলীতে অনেক আলোচনা আছে। শিবপূজা যে জীবের মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত চেতনা শক্তির কেন্দ্র এ বিষয়ে উপরিউক্ত গ্রন্থাবলীতে অনেক বলা হইয়াছে।

যথা - সম্প্রাপ্তে পরমেশানি দ্বিতীয়ে বৎসরে তদা,
কুর্য্যাদযত্নেন দেবেশি শিবলিঙ্গ প্রপূজনং॥ ১॥
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
দেহি দেহি মহামায়ে বিদ্যাসিদ্ধিমনুত্তমাং॥ ২॥ রাধাতন্ত্রম্ ৮ম্ পটল॥

(রাধারাণীর প্রার্থনা ছিল ''কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার যেন সাক্ষাৎ হয়''। মহামায়ার কৃপায় রাধার সেই বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল।)

১। রাধাসতী দ্বিতীয় বর্ষবয়ঃ ক্রমে পদার্পণ করিয়াই সযত্নে শিবলিঙ্গ পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

২। হে মহামায়ে, হে যোগরূপে, হে ঈশ্বরী, হে কাত্যায়নি যাহাতে আমার অভিলাষ পূর্ণ হয় তাহা কর।

১৯৭৭ খৃঃ ১১ই জুন এর Election এ C.P.I.M. পঃ বঙ্গের শাসনাধিকার লাভ করে। ইহার পরই নবদ্বীপের মায়াপুরস্থিত আমেরিকান বৈষ্ণবদের আশ্রমটি শাসক সমর্থক ও মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। আত্মরক্ষা ও নারীর মর্য্যাদা রক্ষার্থে তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত ছররি গুলি বর্ষণ করিতে বাধ্য হন। দ্রঃ World Conqueror Shaktibad, Part-II। আমি এরূপ শক্তিবাদমূলক কার্যে সাধুগণকে সমর্থন করিয়া প্রচারপত্র বাহির করি। কয়েকজন শক্তিবাদীও তাহাদের মধ্যে যান, এবং আলাপ আলোচনা ও প্রশংসা করিয়া ফিরিয়া আসেন। এ বিষয়ে কেন প্রতিবাদ হইল না - অনেক বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর পাই নাই। পৃথিবীর সমস্ত দেশে হিন্দু বৈষ্ণবরা ধর্ম্ম সংঘ স্থাপন করিয়াছেন, ইহা আমরা সমর্থন করি। তাঁহারা এদেশে নানাপ্রকার বাধা ও অপমানের সম্মুখীন হন ইহা আমরা চাই না।

॥ হরেকৃষ্ণ মন্ত্র ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ (৮)
হকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শিব সাক্ষান্ন সংশয়ঃ
রেফস্তু ত্রিপুরাদেবী দশমূর্ত্তিময়ী সদা।
একারঞ্চ ভগং বিদ্যাং সাক্ষাৎ যোনিং তপোধন
হকার শূন্যরূপী চ রেফো বিগ্রহধারক। (১৮)
হরিস্তু ত্রিপুরা সাক্ষান্নম মূর্ত্তিন সংশয়।
ককারং কামদা কামরূপিনী স্ফুরদব্যয়া।
ঝকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠা শক্তিরিতীরিতা,
ককারঞ্চ ঝ'কারঞ্চ কামিনী বৈষ্ণবীকলা॥ (১৯)
ষকারশ্চন্দ্রমা দেবঃ কলা ষোড়শ সংযুতঃ।
ণকারঞ্চ সুতশ্রেষ্ঠ সাক্ষান্নিবৃতিরূপিনী।
দ্বয়োরে'ক্যং, তপঃ শ্রেষ্ঠ সাক্ষাত্রিপুরভৈরবী॥ (২০)
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুতশ্রেষ্ঠ মহামায়া জগন্ময়ী।
হরে হরে ততো দেবী শিবশক্তি স্বরূপিনী॥ (২১)
হরে রামেতি চ পদং সাক্ষাজ্জ্যোতির্ম্ময়ী পরা।
রেফস্তু ত্রিপুরা সাক্ষাদানন্দামৃত সংযুতা
মকারস্তু মহামায়া নিত্যা তুরুদ্ররূপিনী। (২২)
বিসর্গস্তু সুতশ্রেষ্ঠ সাক্ষাতকুণ্ডলিনী পরা।
রাম রামেতি চ প্লদং শক্তিদ্বয়সমন্বিতং॥

হে সুতশ্রেষ্ঠ! হকার সাক্ষাৎ শিবরূপ সন্দেহ নাই। রেফ দশমূর্ত্তিময়ী ত্রিপুরাদেবী, হে তপোধন! একার সাক্ষাৎ যোনি পীঠস্বরূপ, পুনশ্চ হকারন্যরূপী (চিন্ময় ঈশ্বরস্বরূপ) এবং রেফ্ বিগ্রহধারী (ব্যক্ত ঈশ্বরস্বরূপ)। ১৮। হকার ও রেফ্ এই উভয়মিলিত হরি শব্দে সাক্ষাৎ মদীয় ত্রিপুরামূর্ত্তি সন্দেহ নাই। হে সুতশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ এই পদমধ্যগত ককার দ্বারা কামদায়িনী কামরূপা নিত্যশক্তি বুঝায় এবং ঝকার পরমাশক্তিবোধক! ককার ও ঝকার মিলিত ক-পদ দ্বারা বৈষ্ণবীকলা বুঝিতে হইবে। (১৯) ষকার দ্বারা ষোড়শকলাপুরিত শশধর বুঝায়। ণকার শান্তিদায়িনী শক্তিবোধক এবং ষ আর ণ এই উভয়মিলিয়া ক্ষ পদ দ্বারা সাক্ষাৎ ত্রিপুর ভৈরবী বুঝিতে হইবে। (২০) হে সুতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পদ দ্বারা জগন্ময়ী মহামায়া বুঝায় এবং হরে এই শব্দ দ্বারা প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম জানিবে। (২১) হরে রাম এই শব্দ দ্বারা জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতি, রেফ্ দ্বারা সাক্ষাৎ ত্রিপুরা সুন্দরী এবং মকার দ্বারা সাক্ষাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী নিত্যশক্তি বুঝায়। (২২) হে সুতশ্রেষ্ঠ! বিসর্গ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বুঝিতে হইবে, রাম রাম এই পদ শিবশক্তিসূচক এবং হরে এই পদ উভয়শক্তিবোধক।

হরিনামমন্ত্রের শক্তিবাদভাষ্য (সংক্ষেপ)

প্রত্যেক মন্ত্রেরই চারটা স্তর আছে। বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তি ও পরা। বৈখরী মানে সাধারণ কথায় একজন বলে, ও আর একজন শোনে।

মধ্যমা মানে কিছুদিন জপের পর মন্ত্রের একটা স্ফূরণ মনোময় কোষে দেখা দেয়। মন্ত্রের এই স্ফূরণ দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়। এখানে মন্ত্রের স্ফূরণ দেখা দিলে বিদেশেও অনুভূতিসম্পন্ন সাধকের মনে উহা প্রতিফলিত হয়। পশ্যন্তি স্তরে এই মন্ত্রের জাগরণ হইলে সুষুপ্তির নিদ্রাকালেও আমাদের মনে এই মন্ত্রের সূক্ষ্ম অংশগুলি জাগ্রত থাকে। মন্ত্রের পরাস্তরে এই মন্ত্রগুলি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। (ক্রমবিকাশের পথে তৃতীয় খণ্ড দেখুন) প্রত্যেকেরই মন্ত্রের পরাস্তর পর্য্যন্ত অনুভূতিশক্তি আয়ত্ত করা উচিত। রাধাতন্ত্রে এই সব কথা বিস্তারিতভাবেই আলোচনা আছে। সৌর, বৈষ্ণব, শিব এবং শক্তিবাদ সাধনা মনের বিকাশের কতকগুলি স্তর মাত্র। এসব স্তরগুলি সবই হিন্দু ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশের ৫টি স্তর মাত্র। চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে মধু কৈটভ বধের কথা আছে। বিষ্ণু ভগবান যোগ নিদ্রায় ছিলেন। ব্রহ্মা মহাকালীর পূজা করিলে নিদ্রারূপিনী মহাকালী বিষ্ণু হইতে সরিয়া যান। বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া মধু কৈটভকে বধ করেন।

রাধাতন্ত্রে অনেক কুমারী কন্যার কথা আছে যাঁহারা বাল্যকাল হইতেই সাধিকা ছিলেন। রাধা কৃষ্ণ ও সখীদের বৃন্দাবন লীলা কুলাচার তান্ত্রিক সাধনার একটি শক্তিশালী দিকমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই সাধক ছিলেন। এই সাধনাই তাঁহাকে ''শক্তিশালী মহাপুরুষে'' পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার মধ্যে অনেক অলৌকিক শক্তির স্ফূরণ ছিল যাহার ফলে তিনি সমস্ত জীবন অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। বৃন্দাবনের রাধিকা ও সখীগণ তাঁহাকে প্রচুর শক্তিদানের কেন্দ্র হইয়া ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ শুধু সাধকই ছিলেন না তিনি অসংখ্য অসুরকে নিধনও করিয়াছিলেন। এই সব অলৌকিক শক্তির স্ফূরণ ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাতত্ত্বে বিরুদ্ধ বাদীদের কোন প্রভাব ছিল না। তাঁহার হাতের বাঁশরীটি যে মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত সাতটি প্রধান কেন্দ্র সমন্বিত ষটচক্রপ্রতীক ইহাতে সন্দেহ নাই। এই ষট্‌চক্রের সাধনাতেই তিনি গোপিনীগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই ষট্‌চক্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর গোপিনীগণ ব্রহ্মচারিণীই থাকিয়া যান, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা ও কুরুক্ষেত্রলীলা অতি অদ্ভূত শক্তিবাদিতার অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণীসেনা সংগঠনও এক আশ্চর্য্যজনক শক্তিবাদিতার অভিব্যক্তি। এই সেনার সাহায্যে ইনি ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দেশেই আসুরিক রাষ্ট্র ভাঙিয়া শক্তিবাদী রাষ্ট্র গড়িয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে অদ্যকার হিন্দুসমাজ কোন অন্ধকারে ডুবিয়া আছে। হিন্দুনেতাদের উপর হিন্দুদের আর কোন শ্রদ্ধা নাই। ইহারা এখন স্পষ্টতঃ হিন্দুবিরোধী এবং যবনের দাসত্বকে জীবনের নীতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। যবনগুণ্ডা, যবনতোষক কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক এবং কিছু পুলিশ ভিন্ন ইহাদের আর কেহই সমর্থক নাই। ইহা এক সাংঘাতিক কথা যে যবনের কবরে যাইয়া অনেক সম্মানিত হিন্দু সাধু, মহিলা সাধু, হিন্দুনেতাগণকে নামাজ পড়িতে দেখা যায়। শক্তিবাদীরা জানিয়া রাখ এসব প্রসিদ্ধ সাধু, সাধিকা ও নেতাদের লক্ষ্য জ্ঞান বা ঈশ্বর প্রাপ্তি নহে, ইহারা ধন লোভী, মিথ্যাবাদী ও কামুক প্রকৃতির অধম শ্রেণীর হিন্দু। মৃত যবনের প্রেতরা ৫০০০০ বৎসরের জন্য ৭২টি বিবির আশায় কবরে বদ্ধ হইয়া থাকেন।

এসব যবনের প্রেতরা অনেক সময় দেখাও দেন। অনেক হিন্দু মহিলা সাধু, মহিলা কিজন্য নারীলোভী প্রেতগুলিকে শ্রদ্ধা করিবার জন্য কবরের স্থানে যায়, সেটা একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে। এসব হিন্দু মহিলাগণকে ৭২ বিবির একজন বিবি বলা ভিন্ন আর কি বলা যায়?

ম্লেচ্ছ ও যবনগণের ধ্বংসের জন্য কল্কি অবতারের আবির্ভাবের কথা হিন্দু শাস্ত্রে রহিয়াছে। কল্কিকে নীতি ও অস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য ৭ (সাত জন) অমর পুরুষের উল্লেখও শাস্ত্রে পাওয়া যায় ইঁহারা হনুমান, বিভীষণ, ব্যাস, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ....কল্কির চরিত্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

"ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালম্
ধূম কেতুমিব কিমপি করালম্
কেশবধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।"

অনেকের বিশ্বাস অতি ভয়ঙ্কর করালরূপে ধূমকেতুর মতন অগ্নিপুঞ্জ রূপে কল্কির আবির্ভাব হইবে। সে সঙ্গে যবনের পদে তৈল মর্দনকারী ধন লোভী হিন্দু নেতাদেরও দুষ্কার্যের প্রতিশোধ প্রাপ্তির সময় আসিবে।

কৃষ্ণের কালী সাধনা

বহু কামং সমাশ্রিত্য কৃষ্ণ কমললোচনঃ
পূর্ব্বোক্ত তন্ত্রবৎ সর্ব্বং কুলাচারং করোতি সঃ॥ ২৫

এই পঙ্কজনয়ন কৃষ্ণ বহুকাম আশ্রয়পূর্ব্বক পুরাকথিত তন্ত্রানুসারে কুলাচার সাধন করিতেন।

যেষু যেষু চ তন্ত্রেষু যদযদুক্তং শুচিস্মিতে
সৎপূজ্য বিধিবদগন্ধৈরুপচারৈ মর্মনো হরৈঃ। ২৮
ইষ্ট দেবীং মহাকালীং সংপূজ্য বিধিবত্তদা ২৯

যে যে তন্ত্রে যে যে প্রকার কুলাচার সাধন লিখিত আছে। কৃষ্ণ সেই সেই প্রণালীতে গন্ধপুষ্পধূপ দীপাদি নানারূপ উপচারে অভীষ্ট দেবী মহাকালীর পূজা করিলেন। ২৮

কৃষ্ণ তাঁহার ইষ্ট দেবী মহাকালীর যথা বিধি পূজা করিলেন। ২৯

যত্র কালী মহামায়া মহাকালী সদা স্থিতা
তত্র বৃক্ষং মহেশানি স্বয়ং কালী তমালকং

যে স্থানে মহামায়া কাত্যায়নী নিরন্তর বিরাজিত আছেন এবং স্বয়ং মহাকালী তমালরূপে শোভা পাইতেছেন সেই ব্রজস্থলী শ্যামসুন্দরের পরম প্রিয়।

শক্তিবাদ ভাষ্য।

কৃষ্ণ যে স্থানকে সাধনার পীঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন বৃন্দাবনে সে স্থানটি কালী এবং কাত্যায়নীর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে সতীমায়ের কেশদাম পতিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনের তীর্থপীঠকে রাধাতন্ত্র যেভাবে প্রকাশ করিয়াছে, সেটা অনুধাবন করা প্রয়োজন। বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যেখানে অসুরনাশক কার্য্য করিয়াছিলেন সে সব

স্থানগুলিকে এই মূল পীঠের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বলা হইয়াছে। মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, বকাসুর বধ, অঘাসুর বধ, গিরি-গোবর্ধন, এসব কোন স্থানই ৮, ১০ মাইলের মধ্যে নয়।

আমরা কালীঘাটে শক্তিবাদ পীঠ স্থাপনা করিয়াছি। কালীঘাটস্থিত বর্তমান মন্দির হইতে এ স্থানটি সোজা দেখিলে ৩ মাইলের মধ্যে হইবে। এখানে সতীদেহের অঙ্গুষ্ঠ অংগ পতিত হইয়াছিল। কালী ঘাটের বর্ত্তমান মন্দিরটি গঙ্গার ধারে অবস্থিত। বড়গঙ্গা হইতে একটি শাখা আসিয়া এই মন্দিরের ধার পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ইংরেজের রাজত্বকালে এই শাখা নদীটির মুখ বন্ধ করা হয়। নদীটি বন্ধ হইবার দরুন এই অঞ্চলের জলপথে ব্যাপার বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই নদীটির উত্তর ধার ধরিয়া একটি বড় রাস্তা দক্ষিণ দিকে কাকদ্বীপের দিকে গিয়াছে। আমাদের গড়িয়াস্থিত শক্তিবাদ মঠটি এই গঙ্গার শাখার মধ্যস্থানে অবস্থিত আছে।

গড়িয়া শব্দটি একটি রণস্থান শব্দ। গড় মানে ফোর্ট বা কেল্লা দুর্গ বা সৈনিক নিবাস। গড়িয়াহাট, গড়িয়া বাজার ও গড়িয়া ষ্টেশন মধ্যবর্ত্তী স্থানটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা একটি ফাঁকা বনভূমি বলিয়া ধারণা হয়। ইহা একসময়ে কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড বনভূমির অংশ ছিল। মহারাজ সগরের বংশধরগণ মহামুনি কপিলের শাপে বন সহ জ্বলিয়া যায়। বিশ বাইশফুট জমির নিম্নে যে কোন স্থান খুঁড়িলে এখন ভস্মরাশির ও কয়লারাশির স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা মঠের কাজের জন্য একটা গর্ত খুঁড়িয়াছিলাম, সেখানে এসব কয়লা ও ছাইয়ের স্তূপ ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা সেইসব মাটিগুলিকে কয়লারূপে জ্বালানির কার্য্যে লাগাবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সেগুলি জ্বলে নাই। এসব কথা লিখিবার উদ্দেশ্য যে গড়িয়া অঞ্চলটি একটি শক্তিবাদীয় স্থান (গঙ্গার গর্ভস্থিত একটি শক্তিবাদীয় বনভূমি)। এই মঠে বহু দেব দেবীর পীঠস্থান করা হইয়াছে। এখানে নিত্য পূজা অর্চ্চনা হয়। বারমাস নানারকম উৎসব হয়। এসব উৎসবের মধ্যে আমরা এখনকার মত চারটি উৎসবকে প্রধান মানিয়া লইয়াছি।

১। স্বামিজীর জন্মোৎসব, মকর-সংক্রান্তি, ১৪ই জানুয়ারী।

২। শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব।

৩। চৈত্রমাসে রামনবমীতে রাজ রাজেশ্বরী মহাশক্তির পূজা।

৪। বৈশাখী পূর্ণিমাতে বা বুদ্ধপূর্ণিমাতে নবগ্রহ পূজা ও যজ্ঞ।

এইসব উৎসবে যথাবিধি পীঠপূজা, চণ্ডীপাঠ, শক্তিপূজা, বলিদান ও যজ্ঞ এবং পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই চারটি উৎসবে শক্তিবাদী নরনারীরা গেরুয়াবস্ত্র ধারণ করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিবেন। গেরুয়াবস্ত্র না থাকিলেও পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারিবেন।

শক্তিবাদীরা দুর্ব্বলবাদ, অসুরবাদ ও শক্তিবাদ বুঝিবেন এবং বিশ্ব ও ভারতের কল্যাণার্থে দুর্ব্বল ও অসুরবাদ ভাঙ্গিবার জন্য সংঘ ও শক্তি অর্জ্জন করিবেন। আদিগুরু মহাদেব সমস্ত পৃথিবীতে বিশ্বের কল্যাণার্থে ভৈরবী চক্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দ্বাদশটি জ্যোতির্লিঙ্গ পীঠকে কেন্দ্র করিয়া প্রাথমিক ভৈরবীচক্রের প্রবর্ত্তন করেন। এই ভৈরবী চক্রের শাখা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরবর্তীকালে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান কালে

চৈত্রমাসে শিবের গাজন ভৈরবী চক্রেরই শাখা। দ্রঃ বিশ্ববিজয়ী শক্তিবাদ I, II, III ও IV এই সন্ন্যাসের লক্ষ্য ছিল মানুষ ষোল কলায় শক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সমাজকে সেইভাবে গড়িবে। পূর্ববঙ্গে এই উৎসব আরও জাঁকজমকে প্রতিপালিত হয়। সেখানে শিবসন্ন্যাসীরা দিনের বেলায় শিবের নাম প্রচার করিতে করিতে পরিব্রাজক ব্রত গ্রহণ করেন এবং রাত্রিকালে কালীমার অসুরনাশের নৃত্যলীলা প্রচার করেন। অসুরনাশকারী সেই নৃত্য ও ঢাকের অদ্ভুত বাজনা যখন দশকোষির তালে বাজিয়া উঠে তখন সত্যই মনে হয় এবার নিশ্চয় অসুর ধ্বংশ হইবে। যদি ভবিষ্যতে ভারতের শাসন লীলাতে ভারতভাগকারী যবন তোষণ ও পালন লীলা শেষ হয় তখন শিবের গাজন চক্রের কথা আমরাও শক্তিবাদ মঠে স্থাপনার কথা ভাবিব। এখন আমাদের সব উৎসবই মঠকে কেন্দ্র করিয়া মঠের মধ্যেই চালাইতে হইতেছে। যেখানে হিন্দুরা আত্মরক্ষার্থে শক্তিমান এবং বর্ব্বরদের আক্রমণের প্রতিশোধ লইতে সক্ষম সেই সব স্থানে শক্তিবাদীয় গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে পারিবে। বর্তমান বর্বর সমাজকে তোষণ ও পোষণ করিতে হিন্দু নেতারা যে ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছে এখন সেরূপ অবস্থা বুঝিয়াই আমাদের চলিতে হইবে। শক্তিবাদীরা একঘণ্টা, একদিন, সাতদিন, ১৫দিন বা একমাস যাহার যেমন সুবিধা সে কয় ঘণ্টার জন্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করুন। ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান সময়ের শক্তিবাদীয় সন্ন্যাস অসম্ভব। কারণ ধনলোভী হিন্দুনেতাদের কুশিক্ষায় হিন্দুসমাজ দুর্ব্বল ও বর্ব্বর তোষণ নীতিতে ভালই শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস আচার করিলে সে সন্ন্যাস কখনও শক্তিশালী হইতে পারেনা।

ভীষ্ম শরশয্যায় থাকিয়া হিতোপদেশ দিতেছিলেন। সেই সময় দ্রৌপদী বলিলেন ''দাদাজী! আপনি এখন শেষ কালে ত কত বেদ বেদান্ত বলিতেছেন কিন্তু দুর্যোধন যখন আমাকে সভাকক্ষে অপমান করিতেছিল তখন আপনার এসব বেদ বেদান্ত কোথায় ছিল ?'' ভীষ্ম বলিলেন ''কলুষিত অন্নের প্রভাবে আমার উচ্চবুদ্ধি মলিন হইয়া গিয়াছিল। এখন আমার শরীর হইতে পাপ অন্নের প্রভাবের সমস্ত রক্ত বাহির হইয়া গিয়াছে। তাই মনের সুখে বেদ বেদান্ত বলিতেছি।''

দেশে বড় বড় সাধু আছেন, সাধু সংঘও আছে। অসুর ও অসুর তোষকের অন্নের প্রভাবে এরা সকলেই নিস্তেজ হইয়াছে। নিজের ধর্ম্ম, সংঘ, সত্য ও তপস্যা সবই ভুলিয়া তাহারা যবন তোষণে আত্মদান করিয়াছে। শক্তিবাদী সন্ন্যাসীরা উপার্জ্জন করিয়া খাও এবং অসুর নিধনের উপদেশে ও কার্য্যে ভারতকে মহান করো। শাস্ত্রে ৭ জন অমরের কথা আছে। অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, বিভীষণ, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য ও হনুমান। এদের মধ্যে হনুমান রাম রাবণের যুদ্ধে ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়ক ছিলেন। আমরা শক্তিবাদীরা যবন বহিষ্কার যুদ্ধে হনুমানকে নেতা করিয়াছি। আমরা সমস্ত অমর মহাপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ ও সহায়তা কামনা করি। আমাদের দেশে যে সব নেতা আছেন, তাঁহাদের চরিত্র হনুমানের তুলনায় কত হীন ও অযোগ্য সেটা তুলনা করিয়া দেখুন এবং এসব নেতাগণকে নেতৃত্ব হইতে বহিষ্কার করুন।

কৃষ্ণস্য - মন্ত্রসিদ্ধিস্যাৎ পশ্চাদাবিরভূৎ প্রিয়ে
বরং বরয় রে পুত্র যত্তে মনসিবর্ত্ততে॥ ৪৪

বাসুদেবের মন্ত্রসিদ্ধিপ্রসাদে কালী প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, রে বৎস বাসুদেব! ত্বদীয় মনে যাহা বাসনা হয় সেই বর প্রার্থনা কর। ৪৪ (রাধাতন্ত্র)

অসাধং নাস্তি দেবেশি মম কিঞ্চিৎ শুচিস্মিতে।
সম্মুখে সা মহামায়া প্রত্যক্ষা পরমেশ্বরী॥ ৪৬ (দ্বাবিংশ পটল)

তুমি যখন আমার সাক্ষাতে অবতীর্ণ হইয়াছ তখন জগতীতলে আমার অসাধ্য কিছুই নাই।

ততঃ পুরশ্চরীং কুর্য্যাদেকবিংশতিসংখ্যকং
পূর্ণাভিষেকসিক্তস্য ততো গুরু পদার্চ্চনং। ত্রয়োবিংশ পটল।

শক্তিবাদ ভাষ্য

আমাদের শক্তিবাদীয় সাধনার ধারায় ১ লক্ষ ২১ হাজার জপে পুরশ্চরণ করিতে হয়। এখানে জপ সংখ্যা ২১ হাজার বলা হইয়াছে। এই জপ এক লক্ষ্যে* করিতে হয়। এই কারণে জপসংখ্যা আনন্দমঠের ধারায় ১ লক্ষ ২১ হাজার ধরা হইয়াছে। গুরু পদার্চ্চন ও গুরু পাদুকা মন্ত্রের অর্চ্চনা এক কথা। পূর্ণাভিষেকের পূর্ব্বে গুরু পাদুকার বিষয়ে কোনই নির্দ্দেশ দেওয়া হয় না। ইহা আনন্দমঠের সাধনার গুহ্য উপদেশ।

সত্যং সত্যং মহেশানি সত্যংসত্যং বদাম্যহং
ভবাব্ধিতরণং নাস্তি বিনা পূর্ণাভিষেচনং।

হে মহেশানি! আমি বার বার সত্য করিয়া বলিতেছি পূর্ণাভিষেক ব্যতীত ভবনদী পার হওয়া যায় না।

ময়োদ্ধৃতং মহেশানি স্মরং পূর্ণাভিষেচনং
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুর্যাৎ-পূর্ণাভিষেচনং

(দ্রঃ রাধা তন্ত্র ত্রয়োবিংশতি পটল)

হে মহামায়ে! আমার উদ্ধারণ কার্য্য হইতেছে পূর্ণাভিষেক।

শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসাধনায় পুরশ্চরণ ও পূর্ণাভিষেক সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইল। তিনি যে শক্তিবাদের ধারার শক্তিসাধক ইহাতে সন্দেহ নাই। এই সাধনার ধারা সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা মৎপ্রণীত সিদ্ধসাধক পাঠ করুন। একজন শক্তিসাধকের চরিত্রে শক্তিবাদিতা থাকিবেনা ইহা মানা যায় না এবং তাঁহাকে পূর্ণভাবে শক্তিসাধকও বলিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই অসুরনাশক ও গোরক্ষক ছিলেন। বর্তমান যুগেও হয়ত কুলাচার পদ্ধতির সাধক থাকিতে পারেন। কিন্তু কাহারও মধ্যে অন্যায় ও অসুরবধের কথা জানিতে পারা যায় নাই। ৭০০ বৎসরের পরাধীনতা কালে মুসলমানরা ভারতের বুকে কম আসুরিকতা করে নাই, কিন্তু হিন্দু নেতারা সে সব ভুলিয়া ধন লোভে ও তামসিকতায় নিমজ্জিত হইয়াছে। সকলেরই গীতার শক্তিবাদ ভাষ্য পাঠ করা ও অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। রাধারাণীর উপদেশ মতই শ্রীকৃষ্ণ কালীসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন (অত্যন্ত পবিত্র মিলন) ছিল। রাধিকা কৃষ্ণকে বলিলেন -

---

* প্রকাশকের নিবেদন - মূলের ''লক্ষে'' স্থানে ''লক্ষ্যে'' শব্দটী গৃহীত হল।

ত্রিপুরায়াঃ সদা দূতী পদ্মিনী পরমা কলা।
সদা তে পুণ্ডরীকাক্ষ যোনিশ্চক্ষতরূপিনী॥
মম যোনৌ মহাবাহো রেতঃপাত ন চাচরে॥ ১৪

(রাধাতন্ত্র উনবিংশতি পটল)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি ত্রিপুরাদূতী। পদ্মিনী। আমি ত্রিপুরা দেবীর পরমা কলা। আমার যোনি অক্ষতরূপিনী। হে মহাবাহো! তুমি আমার যোনিতে রেতঃপাত করিও না।

খুব বাল্যকালের কথা

একদিন রাসপূর্ণিমার রাত্রে স্বপ্নে একটি অদ্ভুত লীলা দর্শন করিয়াছিলাম। অনেক কৃষ্ণ এবং অনেক গোপিনী সকলেই চন্দ্রাতপের মত শ্বেত ও স্নিগ্ধ বর্ণ। বহুদূর আকাশের মধ্য হইতে একটা শ্বেত জ্যোতি গঠিত গোলাকার রাস্তা। রাস্তাটি ধীরে ধীরে নিম্নের দিকে গোলাকার হইয়া মোড়াইয়া মোড়াইয়া নামিয়াছে। সেই রাস্তাটির নিম্নপ্রান্ত আমার চক্ষের সামনের একটা বড় গোল চক্রাকার রাস্তারূপে পরিণত হইল। সেই রাস্তা ধরিয়া অনেক যুগল মূর্তি নৃত্য করিতে করিতে আমার সামনে আসিলেন। আমার সামনে তাঁহারা অতি দ্রুত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কয়েক পাক নৃত্য করিলেন এবং ধীরে ধীরে উপরের দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের রূপের স্নিগ্ধ শ্বেত ছটা আমার সম্মুখে এবং বাতাসে বহুক্ষণ ছিল। এখনও মনে হয় এই দিব্যলীলা আমার অন্তরে জাগ্রত আছে। এর ভিতর কি রহস্য এবং ইহা কিরূপ ঘটনা। ইহা আমি জানিতাম না। পরে জানিলাম ইহা ভগবানের রাসলীলা। একজন বৈষ্ণব সাধুকে এই স্বপ্ন কথার মর্ম জানিতে চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম, তিনি বৈষ্ণবোচিত ভাব-বিগলিত ভাষায় আমাকে লিখিলেন ‘‘তুমি ধন্য যে ভগবানের দিব্য রাসলীলা দর্শন করিয়াছ। তুমি মায়ের শিশু, ব্রজের বালক এবং বৃন্দাবনের কিশোর। শ্রীভগবান বৃন্দাবনে বিবিধভাবে লীলা করিয়াছিলেন। এই স্বপ্ন তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্বাভাস’’, এই পত্রের কি মর্ম তখনও বুঝি নাই, এখনও হয়ত বুঝিনা। এই লীলাটী আমার এখনও ভাবিতে ভাল লাগে।

সমস্ত সাধনা জীবনেই আমি ছিলাম সন্তান ভাব সাধক। মায়ের স্নেহরসে আমি সর্বদাই ভরপুর ছিলাম। গোরক্ষা ও পালনে এবং গাভী জাতির গভীর স্নেহে আমার সাধনার জীবন কাটিয়াছে।

দ্রঃ সিদ্ধসাধক

আর একটি স্বপ্ন

আমি এক নির্জন বনের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। এই বনভূমির নাম দুর্গাপুর বনভূমি। এই বনভূমির মধ্যে একটা প্রকাণ্ড স্থান। সেখানে শত শত নারীমূর্তি রহিয়াছে। সবগুলি মূর্ত্তিই প্রায় অর্দ্ধেকটা মাটিতে প্রোথিত আছে। মূর্তিগুলির সবই নাভি হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত সর্পাকার উপরের অংশটি মানবাকার। আমি সেই পথে যাইতেছিলাম। তখন মূর্তিগুলি জীবন্তরূপ ধারণ করিল এবং আমাকে বলিতে লাগিল

"তুমি কোথায় যাইতেছ? তুমি আমাদের স্বামি। আমাদিগকে উদ্ধার কর আমাদিগকে বিদেশীরা তাহাদের দেশে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।" আমি কি ব্যবস্থা করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বনভূমির এক প্রান্তে যাইলাম, সেখানে কিছু কিছু বনবাসী গৃহস্থ রহিয়াছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এসব নারীমূর্ত্তিরা কিসের?" তাহারা বলিল শুনিয়াছি "আমেরিকার লোকেরা এই পাথরের মূর্ত্তিগুলি খরিদ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি মূর্ত্তি তাহারা খুঁড়িয়াছে। ট্রাকে তুলিয়া এই মূর্ত্তিগুলি লইয়া যাওয়া হইবে এবং জাহাজে মূর্ত্তিগুলি আমেরিকায় যাইবে।"

আমি বলিলাম "এই মূর্তিগুলি আমাদের নাগদেবতার মূর্তি, চল আমরা সকলে মিলিয়া আমেরিকানদের বাধা দিই।" বনবাসী কিছু লোক আমার সঙ্গে আসিলে আমেরিকান সাহেবরা বলিলেন আপনারা যান আমরা এই মূর্ত্তি আর লইব না। এত সহজে কাজ হইল দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। আমার আরও মনে হইল আমাকে হয়ত জীবনে আমেরিকায় একবার যাইতে হইবে। আমেরিকানদের চিন্তাধারা আমার অনুকূল। এই ঘটনাতে আমি ইহা ভালই বুঝিলাম। ১৯৭৩ সালে আমি প্রথমবার কানাডায় ও আমেরিকায় গিয়াছিলাম। এবং সবকাজেই তাহাদের আনুকূল্য, সহানুভূতি এবং সহায়তা পাইয়াছি। আমি এখনও মনে মনে জানি যে আমার প্রবর্ত্তিত শক্তিবাদ কানাডা, আমেরিকা, ভারত এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশের অনুকূল হইবে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষের চিন্তাকে পুনর্গঠন করিতে সাহায্য করিবে। শক্তিবাদ নিশ্চয়ই বৈপ্লবিক মতবাদ, ইহাকে সুগঠিত করিতে রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রয়োজন হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শ্রীমতি রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের মত আমি খুব বাল্যকাল হইতেই শিবের এবং কালীমার উপাসক। ইহা ভাবিতে আমার খুবই ভাল লাগে। রাধাতন্ত্রের অনেক কথাই আমার নিকট পরিচিত কথা।

পঞ্চকন্যারহস্য

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা
পঞ্চকন্যা স্মরোনিত্যং মহাপাতক নাশনম্।

পঞ্চকন্যা সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে। এ সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাসদেবের যাহা ধারণা তা বলা প্রয়োজন। বৃন্দাবনের সখীলীলা যে তান্ত্রিক কুলাচার ধর্ম্মের শাখা ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। অনেক হিন্দু পিতা মাতা বাল্যকাল হইতেই কন্যাগণকে শিবপূজা ও শক্তিপূজার সংস্কার জাগাইতে চেষ্টা করেন। তাহাদের মনে যৌবনের স্ফূরণ দেখা দিলে অনেকেই বিবাহ ও সংসার আশ্রমে প্রবেশ করে। পিতা মাতা ধন স্বাস্থ্য জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ যুবককেই কন্যার পতিরূপে গ্রহণ করেন। বিবাহিত কন্যাদের মধ্যে বহু বহু উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কন্যাগণের কথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ।

সীতা, সতী, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর মত অনেক কন্যারই নাম শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রে ইহাদিগকে কন্যাই বলা হইয়াছে। কন্যাজীবনের রহস্য কেবল রাধিকার মত কৌমার্য্যজীবনেই সীমাবদ্ধ নহে, গৃহস্থ জীবনেও সতী নারীর উপর সমাজের সীমাহীন শ্রদ্ধা। ব্যাস, অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরীকেও সতীত্বের মর্যাদা দান করিয়াছেন। কন্যাগণও ১৬ কলাতেই পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হন। ষোল কলায় বিকশিত শক্তিস্তরের দিকে অগ্রসর হওয়াকে ব্যাস কন্যাজীবনই বলিয়াছেন।

অহল্যা - ইনি গৌতম ঋষির স্ত্রী ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে ভ্রষ্টা করিবার চেষ্টা করেন। অহল্যা একথা প্রথম বুঝিতে পারেন নাই যখন বুঝিলেন তখন তিনি বিস্ময়ে প্রস্তর হইয়া যান। শ্রীরাম চন্দ্রের শ্রীচরণস্পর্শে তিনি আবার সতী জীবন ফিরিয়া পান। আমরা ইন্দ্রের এই কার্য সমর্থন করিনা। কিন্তু তাহা হইলেও ইন্দ্র যে অসুরনাশক ও শক্তিবাদী পুরুষ ইহাতে সন্দেহ নাই। অহল্যা জানিয়া বুঝিয়া কোন অন্যায় করেন নাই, এবং কোন শক্তিহীনের সঙ্গও করেন নাই। এজন্য ব্যাস তাঁহাকে কন্যারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হয় ষোল কলার বিকাশস্তরে, যে অসুর নাশ করিতে শক্তিমান তাঁহার জীবনের ত্রুটিকে বড় করিয়া দেখিলে অসুরনাশরূপ শ্রেষ্ঠ কার্যকে সমর্থন করা যায় না।

নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে নারীরা বুদ্ধিহীন ও শক্তিহীন পুরুষকে খুব আপন করিতে পারেনা।

দ্রৌপদী - দ্রৌপদীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে পঞ্চ পাণ্ডবের সংস্পর্শে তিনি যখন যাহার সহিত থাকিতেন সেই পুরুষ ভিন্ন অন্য পাণ্ডবের সঙ্গে তিনি পূর্ণসংযম পালন করিতেন। তাঁহার চরিত্রে এ এক অদ্ভুদ ক্ষমতা দীপ্তিমান ছিল। ইহা সত্য ঘটনা যে দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে মনে মনে বেশী ভাল বাসিতেন। কিন্তু কখনও তিনি সংযমের সীমা লংঘন করেন নাই। এ সম্বন্ধে তিনি অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। দ্রৌপদীর যদি দৃঢ়তা ও শক্তিবাদিতা না থাকিত তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইত না। তিনি একান্তমনে অসুরের বিরোধী ছিলেন। অসুরের বিরোধিতা মানবজীবনে ষোলকলার বিকাশস্তরে হয়। যে নারী ষোলকলায় বিকশিত তিনি নিশ্চয়ই সতী। অহল্যাকে ব্যাস নির্দোষ মানিয়াছিলেন কারণ অজ্ঞতা ভিন্ন তাঁহার কোন পাপ ছিল না।

কুন্তী - কুন্তী সেই যুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্পন্ন পুরুষগণকে (দেবতাগণকে) আকর্ষণ করিয়া পুত্র অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ মহাভারতের যুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি স্বনামধন্য বীর্য্যসম্পন্ন পুত্রগণের মা ছিলেন। কেবল গাধা ঘোড়ার মত সন্তান প্রসব করিলে মা হয় না। মাতৃত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইতেছে শক্তিমান পুরুষের মা হওয়া। ইহা অসাধারণ কন্যাজীবনের লক্ষণ।

তারা - ইনি বালীর স্ত্রী ছিলেন। রাবণের সীতাহরণ কথা বালীও জানিতেন। কিন্তু সীতা উদ্ধারের কোন নীতি গ্রহণ করেন নাই। সুগ্রীব ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নীতি হিসাবে গ্রহণ করিলে বালী হইতে সুগ্রীবের নীতি শ্রেষ্ঠ ছিল। তারা সুগ্রীবকে গ্রহণ করিবার দরুন উন্নত নীতিবানকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ ভারতের উপর যবনদের কিরূপ অত্যাচার লীলা চলিয়াছে সে সম্বন্ধে হিন্দু নেতাদের ঔদাসীন্য ও অকর্ম্মণ্যতা নিশ্চয় নিন্দার যোগ্য - সেই হিসাবে সুগ্রীবকে বরণ করিয়া তিনি কোন অন্যায় করেন

নাই। তিনি নীতিবান ও শক্তিবানকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার কম্যুনিষ্টরা রামের সীতা উদ্ধারের নীতিকে সমর্থন করেন নাই। বলা প্রয়োজন এসব পশুস্তরের যুবকগণকে বেশী দোষ দিয়া লাভ নাই যাহারা পূর্ব্ববঙ্গে নিজের মা বোনেদের যবনের হাতে সমর্পণ করিয়া পঃ বঙ্গে আসিয়া সতীপুত্র হইয়াছেন তাহাদিগকে উপেক্ষা করাই সমীচীন।

মন্দোদরী - রাবণ বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ সতীনারীর অবমাননার কারণ। সীতাকে উদ্ধারকার্য্যে বিভীষণ সহযোগিতা করিয়াছিলেন। চরিত্র হিসাবে রাবণ হইতে বিভীষণ শ্রেষ্ঠ ছিল। মন্দোদরী বিভীষণকে বরণ করিয়া কোন অন্যায় করেন নাই। আমরা ব্যাসদেবের এই দূরদৃষ্টিকে সমর্থন করি। নারীজীবনেও উচ্চ শক্তিবাদিতার প্রয়োজন আছে।

ব্যাস শক্তিবাদকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছেন।

নারীচরিত্রের এই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমার কোন মতবাদ নাই। ইহা ব্যাসদেবের নিজস্ব সৃষ্টি।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় অসুর নাশক ও শক্তিবাদীয় কর্ম্ম

(১) বহু শিশুঘাতিনী পুতনা বধ
(২) শকট ভঞ্জন ও তনাবর্ত সংহার
(৩) শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা কর্ত্তৃক উৎখলে বন্ধনের চেষ্টা ও ব্যর্থতা
(৪) শ্রীকৃষ্ণের যমালর্জ্জুন উদ্ধার
(৫) বৎসাসুর ও বকাসুর বধ
(৬) অঘাসুরের মুক্তি
(৭) ব্রহ্মার মোহনাশ, গোবর্দ্ধন ধারণ
(৮) ধেনুকাসুর বধ
(৯) কালীয় দমন
(১০) দাবানল হইতে বন্ধুগণকে হত্যা
(১১) প্রলম্বাসুর বধ
(১২) শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বিপ্রপত্নীদের অন্নগ্রহণ ও বিপ্রগণ কর্ত্তৃক নিবেদিত মাল্য শ্রীকৃষ্ণের গলায় ঝুলিতেছে বিপ্রগণ কর্ত্তৃক দর্শন

ইহার পরই গোপিনীদের সঙ্গে বিনা বাধায় ব্রজলীলা। এই সব বহু ঘটনায় ব্রজ গোপিনীগণের গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কোন কার্য্যেই কাহারও সাহায্য না লইয়া উপরোক্ত কার্য্যগুলি করিয়াছিলেন। গোপিনীগণের একনিষ্ঠ শ্রদ্ধায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা করিতে বাধ্য হন। যে কোন লোক শ্রীকৃষ্ণ কৃত উপরিউক্তো কার্য্যসমূহ দেখিয়া নিশ্চয়ই স্থির করিবেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। ভক্তির শেষ পরিণতিকে মধুর ভক্তি বলে। গোপিনীগণ এই ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার চেষ্টা করেন। ইহাই ব্রজলীলা। শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণকে এই কার্য্যে অগ্রসর না হইয়া নিজ নিজ স্বামী পুত্রসহ সংসার জীবনে একনিষ্ঠ থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু গোপিনীগণকে কিছুতেই মানাইতে পারেন নাই। তাঁহারা শ্রীভগবানকে পূর্ণ মধুরভাবে স্পর্শ পাইতে

একনিষ্ঠ হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ রাজী হইলেন এবং সকলকেই মধুর স্পর্শটুকু দান করিয়া নিজে অন্তর্হিত হইলেন। ইহাই সহস্র সহস্র গোপিনী গণের সঙ্গে তাঁহার ব্রজলীলা। ইহাতে একটা মধুর স্পর্শ মাত্র ছিল। ইহাতে লৌকিক কিছুই ছিল না। সহস্র সহস্র রমণীর সঙ্গে এক সঙ্গে স্পর্শ ছাড়া কিছুই হইতে পারেনা। ইহাই ভক্তি যোগের ঈশ্বর প্রাপ্তির শেষস্তর। এখানেই বৃন্দাবন লীলা শেষ হইল।

হিন্দুজাতির সংকটকালে যুবকরা উদ্বুদ্ধ হও

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের জীবন কথায় অনেক রাক্ষস রাক্ষসী ও অসুরবধের কথা আছে। ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের সংখ্যা মোটেই অল্প নহে। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ মক্কাবাদ ডাকাত ধর্ম্মকে ভাঙিবার কোনই পরিকল্পনা করেন নাই। কৃষ্ণভক্তদের মনের কথা অতীব গহনে। ইহাদের ধারণা ''কৃষ্ণের নাম কর ও করতাল বাজাও'' - ইহাতে কৃষ্ণ নিজেই আবির্ভূত হইয়া মক্কাবাদী বর্ব্বর ও ডাকাত ধ্বংস করিবেন। তাঁহার হাতে ''চক্র'' অস্ত্র আছে। বর্তমান শক্তিশালী ভারতে কালীভক্ত ও দুর্গাভক্তের সংখ্যাও কম নহে। ইহাদের ধারণা ''মহাশক্তির পূজা কর'' ঘণ্টার ধ্বনিতে এবং খড়্গহাতে মা অসুর ও ডাকাতদলের ধ্বংস করিবেন। ভারতের বৈষ্ণবদলের কথাই বল, শাক্তদলের কথাই বল, ইহারা যদি ভাবিয়া থাকে কৃষ্ণই অসুরকে চক্রাঘাতে ধ্বংস করিবেন এবং মহাশক্তিই খড়্গহাতে অসুর ধ্বংস করিবেন এবং ভক্তেরা লেপ গায়ে দিয়ে গৃহকোণে শুইয়া থাকিবেন, তবে ভারতরক্ষা সম্বন্ধে ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। মুসলমানেরা যদি লুঠ ডাকাতি করিবার জন্য আল্লাধ্বনি দিতে পারে, তবে হিন্দুরাও সংঘবদ্ধ হইবার জন্য চক্র, ঘণ্টা, পাঞ্চজন্য ও বিষ্ণুর চক্র ধরিতে পারিবেন। দেবপূজা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা নিজেদের মধ্যে দৈবশক্তির উন্মেষণ ও অসুর নিধন করা ভিন্ন অন্য কোন লক্ষ্য হইতে পারেনা।

৩৬ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিয়াছে। মুসলমানের জন্য পাকিস্থান এবং হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান গঠিত হইয়াছে। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় মুসলমানগণকে পাকিস্থানে বহিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু ভারতের সহস্র সহস্র হিন্দুনেতারা - ৬ কলার গান্ধীবাদীদল, ৫ কলার কম্যুনিজম্ ও ৪৷৷০ কলার C.P.I.(M) বাদীদল এক মতে মক্কাবাদীগণকে ভারতে পোষণ ও তোষণ করিয়া পুষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৬ কলার গান্ধীবাদীদল, ৫ কলায় কমিউনিষ্টদল এবং ৪৷৷০ কলার C.P.I.(M) বাদীদল একটি হিন্দুদল গঠন করিয়া পাকিস্থানবাদী মক্কাবাদকে বহিষ্কার করিবার শক্তি রাখে কি? ৬ কলার শক্তি, ৫ কলার শক্তি এবং ৪৷৷০ কলার শক্তি বর্তমানে এমন এক রেখায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে ইহারা কিছুতেই ৭৷৷০ কলার ও অপুষ্ট কলার চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত মক্কাবাদীগণকে ঠেকাইবার শক্তি রাখে না। ইহাদের ধ্বংস করিবার জন্য আরও একটি

শক্তিবাদী হিন্দু যুবকদের লইয়া মক্কাবাদীদের মতই লুটেরু দল প্রস্তুত করিতে হইবে। M.P. M.L.A. C.P.I. C.P.I.(M) ও মুসলমানরা এখন ভালভাবেই একজোট হইয়াছে। ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য লুটেরু দলকে পুষ্ট করিয়া তোলা এবং মুসলমান হওয়া ও লিঙ্গ কাটিয়া লওয়া। তাহারা এবার একটি মক্কাবাদীদের মতই লুঠেরু দল ও সমাজ গড়িয়া তুলুক। তাহাদের প্রথম লক্ষ্য হইবে ভারত ভাগকারী মক্কাবাদী সম্প্রদায়কে পাকিস্থানে যাইতে বলা। এই কার্য্যের বিরুদ্ধে সব M.P. M.L.A. C.P.I. C.P.M. রা নিশ্চয়ই একজোট হইবে। বেকার ও হিন্দু যুবক সমাজকে ধ্বংস করিবার জন্য এই সব দলগুলি মুঘল পাঠান হইতেও হিংস্র হইবে, সকলেই জানে M.P. M.L.A. C.P.I. C.P.M. সকলে হিন্দুসমাজ হইতেই গঠিত। ইহাদের কিন্তু অন্য কোন সমাজ নাই। ইহারা এখন মুসলমান সমাজ ভুক্ত হইয়াই থাকিবে।

যুবকরা শক্তিবাদ প্রচার করিবেন এবং মক্কাবাদী লুটেরুগণকে পাকিস্থানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন। মনে রাখিবেন ভারতের কল্যাণে আপনাদেরও লুটেরু ও গুণ্ডাবাদী হইতে হইবে। সব হিন্দু M.P. MLA. CPI ও CPIM গণ মক্কাবাদী সমাজকে ভিত্তি করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ ও ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ইহারা ট্যাক্স করিয়া হিন্দুদেরই টাকা আদায় করিয়া মুসলমান পুষ্ট করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। মুসলমান হইতে ইহাদের কোন অংশে লুটেরু কম বলা যায়না। তাহারা এবং তাহাদের অস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারীতেও শক্তিবাদের প্রভাবে পড়িবে। ভারত ভাগকারী মুসলমানদের পাকিস্থানে যাইতেই হইবে। ভারতভাগ কারীগণকে ভারতে পোষা নিশ্চয়ই অন্যায়। যতদিন পৃথিবীতে মক্কাবাদী লুটেরু সমাজের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন আক্রমণকারী হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। ভারতভাগকারী লুটেরু ও মক্কাবাদীগণকে চক্ষের জলে ভাসিতে হইবে। ভারতকে ভাগ করিয়া মুসলমানের জন্য পাকিস্থান করা হইয়াছে। এখন ভারতে ঐ সব লুটেরুগণকে পুষিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ হইতে দেওয়া চলিবে না।

শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যরা বলেন কোন অতিমানস স্তর হইতে দেবতারা ভারতে নামিয়া আসিবেন এবং তাঁহাদের দ্বারা ভারত শক্তিশালী হইবে। তাঁহাদের দ্বারাই ভারতের সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইবে। শক্তিবাদ বলে দুই রকম সৃষ্টি আছে ''দৈব ও অসুর''। দৈবরা ঈশ্বরবাদী অসুররা অহংকারবাদী গীতায় ''দেবাসুর সম্পত্তি বিভাগ যোগ'' দেখুন। শক্তিবাদ বলে অসুররা অহংবাদী। দেবতারা হইতেছে (১) গণেশ (২) সূর্য্য (৩) বিষ্ণু (৪) শিব (৫) শক্তিস্তরের মানুষ।

গণেশস্তরের মানুষ বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও বিচারক ইত্যাদি। সূর্য্যস্তরের মানুষ - শিক্ষক, চিকিৎসক, কলা ও সঙ্গীতজ্ঞ ইত্যাদি। বিষ্ণুস্তরের মানুষ ধনবান, জমীদার, গভর্নর, ইত্যাদি। বিষ্ণুর তিনটি ভাগ দৈব, অসুর ও অপুষ্ট। চোর ডাকাত অপুষ্ট বিষ্ণুস্তরের অন্তর্গত। শিব (উন্নত) যোগী, ঋষি ও তপস্বী। শিব (নিম্ন) মজুর, মুটে ইত্যাদি। শক্তিস্তর - মিলিটারী ''বিভাগ''।

দেখা গিয়াছে অসুর এবং অপুষ্ট বিষ্ণুকে বাদ দিলে, অন্যান্য সব স্তরের মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই দেবতার বিকাশ ও অসুর বিরোধী। ৫ কলা, ৬ কলা ও ৭ কলার মূর্খ

নেতারা ও ইহাদের পত্রিকাওয়ালারা কুশিক্ষা দ্বারা এই সব দৈব বিকাশকে নষ্ট করিয়াছে। অসুরদের মধ্যেও মিলিটারী বিভাগ আছে। ইহারা শক্তিস্তরের বিকাশ নহে, ইহারা আসুরিক বিষ্ণু বা অপুষ্ট বিষ্ণু।

আমরা অরবিন্দের শিষ্যগণকে বলি, মানুষকে শক্তিবাদীয় ক্রম বিকাশ পাঠ করিতে দিন, এবং ব্যাপক ভাবে শক্তিবাদ চরিত্র আয়ত্ত করিতে দিন। শাসক মণ্ডলীতে ৭ কলার বিষ্ণু এবং অষ্টম কলার বিকাশ থাকিলে সমাজ স্তরের সমাজ হয়। ডেমোক্রেসী, কমিন্যুজিম কোন ভাল সমাজ দিতে সক্ষম নহে। অরবিন্দের শিষ্যরা শক্তিবাদ গ্রন্থাবলী পাঠ করুন।